ফাঁসির পূর্বে

শহীদ আসাদুল ইসলাম আরিফ

রাহিমাহুল্লাহ -এর কারাগার থেকে জামা’আতুল মুজাহিদীনের সম্মানিত আমীর ও সাথী মুজাহিদ ভাইদের প্রতি পাঠানো নাসিহা ও চিঠির কিয়দংশ...

ফাঁসির পূর্বে শহীদ আসাদুল ইসলাম আরিফ রাহিমাহুল্লাহ -এর কারাগার থেকে জামা'আতুল মুজাহিদীনের সম্মানিত আমীর ও সাথী মুজাহিদ ভাইদের প্রতি পাঠানো নাসিহা ও চিঠির কিয়দংশ...

[শহীদ আসাদুল ইসলাম আরিফ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বাংলার একজন মর্দে মুজাহিদ। ত্বাগুতের কারাগারে দীর্ঘদিন বন্দী থেকে অতঃপর ত্বাগুত কর্তৃক ফাঁসির মাধ্যমে গত ১৬ ই অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ)। তবুও ত্বাগুতের কাছে মাথানত করেননি। তিনি বাংলার মুজাহিদদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।]

পরিবেশনায় ঃ
আল-বুরকান মিডিয়া

শহীদ আসাদুল ইসলাম আরিফ রাহিমাহুল্লাহ

জামা'আতুল মুজাহিদীনের শুরুর দিকে দাওয়াত প্রাপ্ত ভাইদের মধ্যে আসাদুল ইসলাম আরিফ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের বরগুনা জেলার বাসিন্দা। তিনি মাদ্রাসা থেকে 'দাওরায়ে হাদিস' সম্পূর্ণ করেন। তিনি ছিলেন জামা'আতের অতি গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় সদস্য। ২০০৬ সালে জামা'আতুল মুজাহিদীনের বর্তমান আমীর শাইখ সালাহুদ্দীন সালেহীন হাফিযাহুল্লাহ যখন কারাবন্দী হন তখন তানজীমকে যে চারজন ধরে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শাইখ সাইদুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ -এর নেতৃত্বে যে শূরা বোর্ড গঠন করা হয়, তিনি ছিলেন সেই বোর্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। শহীদ আসাদুল ইসলাম আরিফ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন বাংলার একজন মর্দে মুজাহিদ। তিনি ঝালকাঠির দুই জন বিচারক হত্যার মামলায় ২০০৭ সালের ৯ ই জুলাই ত্বাগুতের কারাগারে বন্দী হন এবং সেখানে দীর্ঘদিন বন্দী থাকেন। অতঃপর ত্বাগুত কর্তৃক সেই বিচারক হত্যার মামলায় গত ১৬ ই অক্টোবর, ২০১৬ রাত্রি ১০:৩০ ঘটিকায় খুলনা জেলার কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয়। আমাদের বিশ্বাস তিনি শাহাদাত বরণ করেন (ইনশাআল্লাহ)। তিনি কখনও তাগুতের কাছে মাথানত করেননি। তিনি বাংলার মুজাহিদদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার পরিবার, দ্বীনী ভাই এবং সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন ভাবে অসিয়ত করে গেছেন, তালিম দিয়ে গেছেন। আবার কখনো বা দিয়েছেন দিক নির্দেশনা। তার শাহাদাত বরণের পূর্বে জামা'আতের সম্মানিত আমীর ও সাথী মুজাহিদ ভাইদের প্রতি পাঠানো নাসিহা বিষয়ক সর্বশেষ চিঠির কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করা হলো ঃ

ان الحمد لله نحمده ونصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، اما بعد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ ওরা মুখের ফুৎকারেই আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়; অথচ আল্লাহ তাঁর এ নূর পরিপূর্ণ করে দিতে চান; তা কাফেরদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন। (সূরা আস্ সফ ৬১ ঃ ৮)

সারা দুনিয়া থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের নির্মূল করতে নামধারী মুসলিম (মুরতাদ) শাসক এবং কাফির সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। নিজেদের পরিকল্পিত মিথ্যা অজুহাতে মুসলিম জনপদে চলছে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার, নির্বিচারে বিমান দিয়ে, মিসাইল দিয়ে বোমা হামলা। বয়ে চলেছে রক্তের বন্যা। রেহাই পাচ্ছেনা অসহায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরাও।

তাদের বুকফাটা আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে তারা ফরিয়াদ জানাচ্ছে-

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদের যালিমদের এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যাও; অতঃপর তুমি আমাদের জন্যে তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও।

(সুরা নিসা ৪ ঃ ৭৫)

দুনিয়াবাসী অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে না আসলেও, পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ভূলেন না। তাইতো হাজারো প্রতিকূলতাকে দুপায়ে মাড়িয়ে একঝাক শাহাদাত পিয়াসী মর্দে মুজাহিদ দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে শামিল হয়েছে দুর্গম পথের জিহাদী কাফেলায়; একমাত্র আল্লাহর নির্দেশে। নব্য ফিরাউনদের রক্তচক্ষু, হুঙ্কার আর অন্তরীণ করে লোমহর্ষক নির্যাতনও টলাতে পারেনি তাদের সীরাতুল মুস্তাকিম থেকে। থামাতে পারেনি তাদের অগ্রযাত্রা, দমাতে পারেনি তাদের ঈমানী যজবা।

এ সেই কাফেলা যাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَايِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ

অর্থঃ জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দ্বীন চিরদিন কায়েম থাকবে এবং মুসলমানদের ছোট্ট একটি জামাআ'ত ক্বিয়ামাত পর্যন্ত দ্বীন কায়েমের জন্য ক্বিতাল চালিয়ে যাবে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, ই. সে. হাঃ ৪৮০১)

আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে সেই কাফেলায় চলতে গিয়ে আজ আমি মৃত্যুর দুয়ারে অন্তরীণ। জানিনা জীবনের আর কতটি প্রহর বাকি আছে! অসহায় মুসলিমদের পাশে দাঁড়াতে, বাতিল মতাদর্শ মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে ১৪২১ হিজরিতে শামিল হয়েছিলাম এই দুর্গম পথের জিহাদী কাফেলায়। তেমন উলেখযোগ্য কোন অবদান রাখতে পারিনি। তবে একমাত্র আল্লাহর পথে চলার অপরাধেই ২০০৭

ঈসায়ী সালের ৯ ই জুলাই থেকে ত্বাগুতের জিন্দান খানায় মৃত্যু সেলে আমি বন্দী। তাই মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে দুটি কথাঃ-

মুসলিম তরুণ সমাজ ঃ

ইসলামের এই ক্রান্তীয়লগ্নে তোমরা চোখ-মুখ-কান বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে পারোনা। যদি তোমরা মুসলিমদের সন্তান মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে স্বজাতির ইতিহাস পড়ে দেখো। তোমার বয়সে তাঁদের অবদান কেমন ছিলো একটু ভেবে দেখো। কিশোর বয়সেই তো তাঁরা জিহাদে শামিল হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতো। নরাধম আবু জাহেল এর হত্যাকারী ছিল কিশোর সাহাবী মুয়াজ ও মুয়াওবিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে অদ্যাবধি যুবকরাই জিহাদের সামনের সারিতে ছিল। এ উপমহাদেশে সিন্ধুতেও ইসলামের আলো ছড়াতে মুক্তিদূত হয়ে এসেছিলেন ১৭ বছরের এক টগবগে যুবক 'মুহাম্মাদ বিন কাশিম'। ইতিহাস থেকে প্রেরণা নাও। মৃত্যুকে ভয় করোনা। মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবেই। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে শিক্ষা নাও। দুনিয়া মুখী হইওনা, আখিরাত মুখী হও। জান্নাত তোমাদের জন্য সাজানো হয়েছে। মাঞ্জিলে মাকসাদ উহাকে নির্ধারণ করো। দুনিয়া তোমাকে বার্ধক্য ও প্রহসন ছাড়া কিছুই দেবেনা।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

অর্থঃ আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

(সুরা আল-ইমরান ৩ ঃ ১৮৫)

বন্ধুরা আমিও একদিন যুবক ছিলাম, আজ আমার দাড়ি, গোঁফ ও চুলে সাদা রেখা ফুটে উঠেছে। কেউ এই স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে নয়।

মজলুমানের আর্তনাদ

আজ বিশ্বজুড়ে সব খানে

ডাকছে কুরআন মোদের আজ

আল জিহাদের ময়দানে

কে দেবে সাড়া সে ডাকে

বন্ধু মোরা না দিলে

আর দেরি নয় ছুটে এসো

জিহাদের ময়দানে

[আরিফ ভাইয়ের লেখা একটি ছোট্ট কবিতা]

প্রাণপ্রিয় সাথী ভাইয়েরাঃ

রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন ছেড়ে আপনাদের কাছে এসে যে ভালবাসা পেয়েছি, তাতে আনসার-মুহাজির সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভালোবাসার কিছু নমুনা দেখেছি। যদিও মর্যাদায় আমরা তাঁদের ঘোড়ার পদতলের ধূলিকণার সমতুল্য নই। আমি পেয়েছি অনেক কিন্তু দিতে পারিনি কিছুই। আমার আচার ব্যবহারে কেউ কোনদিন কষ্ট পেয়ে থাকলে আজ আমি ক্ষমা প্রার্থী। ভাই হিসেবে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধ রইলো। ভাইয়েরা আমার! আপনাদের তরে নাসিহা দেওয়ার মত ইল্‌ম আমার নেই। তবে কুরআন-সুন্নাহ আমাদের নাসিহাতের মূল আধার। কোন বিষয়ে নিরাশ বা হতাশ হবেন না। আমরাই সত্যের উপর আছি। এ পথ মুক্তির পথ, যদিও রক্ত পিচ্ছিল দুর্গম। একটা কথা মনে রাখবেন আমরা যেন কোন কলঙ্কিত ইতিহাস রেখে না যাই। কেউ আমরা থাকবো না এই দুনিয়ায়, থাকবে আমাদের ত্যাগের মহিমা বিজড়িত কর্মময় কিছু স্মৃতি, নির্দেশনা; যা হতে পারে ইতিহাস। আগামী প্রজন্ম যেন সেই ইতিহাস থেকে কিছু প্রেরণা নিয়ে চলতে পারে, শামিল হতে পারে এ দুর্গম পথের জিহাদী কাফেলায়। সেদিন হয়তো বা ইসলামের সোনালী দিন আবার ফিরে আসবে। দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিবেন না। আমাদের আরাম আয়েশের জায়গা হল চির অনাবিল সুখের জান্নাত। শাহাদাতের তামান্না রেখে অবিচল থাকুন। জান্নাতে আমাদের মুলাকাত করিয়ে আপ্যায়ন করাবেন স্বয়ং আল্লাহ্‌। শারীয়াহ মাফিক নেতার আনুগত্য করবেন। বিভক্ত হবেন না, ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে তাঁর পথে কবুল করুন । আমীন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ